আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ

এই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক বৎসরে সমগ্র বিশ্ববাসী ভারতের মহান সন্তান রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে। কবি, চিত্রকর, নাট্যকার, গ্রন্থকার, শিক্ষা-গুরু এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বজনীন মানবের ভাব বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। যিনি যেখানেই বই পড়েন, নাটক দেখেন, সংগীত উপভোগ করেন, শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেন অথবা মানুষ এবং বিশ্বজগতে তার স্থান সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করেন সেখানেই তাঁদের ওপরে পরিলক্ষিত হয় তাঁর প্রভাব।

তাঁর ভাগবতী বাণী যাঁদের অন্তর স্পর্শ করে তাঁদের সঙ্গেই তাঁর গভীর আত্মিক যোগ ঘটে এবং এমন একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে যাতে করে পূর্ব ও পশ্চিমের কৃত্রিম ব্যবধানের ওপর মিলনের সেতু রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গদ্য রচনা সমগ্র বিশ্বের মানুষের চিরন্তন আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করে। মানবাত্মার বিকাশে যে উৎপীড়ন ও অত্যাচার বাধা দেয়, তাকে সংকুচিত করে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার প্রখর দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল ও শাণিত ভাষায় সেই উৎপীড়ন আর অত্যাচারকে ধিক্কার দিয়েছেন।

একাধারে কবি, দার্শনিক এবং বিশ্বপ্রেমিক তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও উচ্চতম জ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ, কিন্তু সত্যের সন্ধান ও মানবতার বিকাশে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের মানুষ হয়ে উঠেছেন।



সান্ ফ্রান্সিস্কোতে রবীন্দ্রনাথের আগমন, ১৯১৬

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণ



রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গিয়েছেন পাঁচবার। ভ্রমণকালে তিনি পনেরোটির বেশি রাজ্য এবং চল্লিশটি শহর পরিদর্শন করেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই স্থাপন করেছেন বন্ধুত্ব। তাঁর কথা শুনবার জন্যে দলে দলে সমবেত হয়েছে তাঁর গুণমুগ্ধ আমেরিকাবাসীরা—সর্বত্র ভিড় করেছে তারা। অগণিত মার্কিন নরনারী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর সম্বন্ধে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি পাঠ করেছেন।

ভারতীয় আদর্শের ব্যাখ্যায় তাঁর প্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতা, তাঁর নৈতিক উচ্চ আদর্শ এবং তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত বাণীময় কবিতা আমেরিকাবাসীর অন্তরকে আন্দোলিত করেছিল উল্লাসে ও ঔৎসুক্যে। আমেরিকাবাসীরা যেমন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি এই নতুন জগৎটিকে চোখ দিয়ে দেখেছেন, কান দিয়ে শুনেছেন তার কথা, তার কবিতা আর গদ্য। তিনি দেখেছেন তার কোলাহলমুখর শহর, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ পল্লীঅঞ্চল এবং কর্মতৎপর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। একে অপরকে জানবার মনোভাব ছিল এই আদানপ্রদানের মধ্যে, উভয়ে মিলে এক সুর তোলার প্রেরণা ছিল এর মধ্যে। এ শুরু হয়েছিল অক্টোবর মাসে, ১৯১২ সনে।

আজ আমেরিকাবাসীরা মিলিত হয়েছেন ভারতবাসী ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে এমন এক জগৎ গঠনের স্থির সংকল্পে যার কথা রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন তাঁর 'গীতাঞ্জলি'তে :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত...

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যে পথটি আলোকিত হয়ে উঠেছে, সেই পথেই আমরা চেষ্টা করে চলেছি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে, পরস্পরকে জ্ঞানের রাজ্যে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ করতে। এর জন্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। এবং আরো অধিক স্মরণ করি, কারণ, কবির দৃষ্টির উদারতা আমেরিকাবাসীকে দিয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবোধকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যা প্রকৃতি এবং মানুষকে প্রকাশ করে এক গভীর ও উজ্জ্বল মহিমায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সবার উপরে তাঁর উচ্চস্তরের নীতিবোধ ভারতের ও পৃথিবীর মানবিকতার বিরাট ঐতিহ্যেরই একাংশকে পূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই মহাকবি ও বিশ্বমানবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে আমেরিকা গৌরবান্বিত হচ্ছে।



১৯১২ সালে আমেরিকায় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথকে এই ছবিতে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কস্‌মোপোলিটন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে



পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন আমেরিকায় অনাড়ম্বর ভাবে। বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্বল্পকালের জন্যে শিকাগো, নিউ ইয়র্ক ও রচেস্টারে যাওয়া ব্যতীত কবি ইলিনয় রাজ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয় সংলগ্ন শহর আরবানায় বসে নিজের লেখা পড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই শান্ত পরিবেশে সেখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত হারভার্ড বক্তৃতামালা, যা পরে 'সাধনা' নামে প্রকাশিত হয়, তা লিখবার মত মনের শান্তি ও অবকাশ পান। শিকাগোতে তিনি ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন কবি মিঃ উইলিয়াম ভন মুডির বিধবা পত্নীর বাড়িতে, তাঁর অতিথি হয়ে। শ্রীমতী মুডিও নিজে সাহিত্য শিল্পকলার একজন বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে অগ্নিকুণ্ডের পাশে আসর জমাতেন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের দল নিয়ে সন্ধ্যাবেলায়। তিনি মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরে আবৃত্তি করে শোনাতেন তাঁর সুন্দর গীতি-কবিতাবলী। আমেরিকায় কবির এই আগমন ছিল নিঃশব্দ, অপ্রচারিত। কিন্তু কবির সঙ্গে যাঁরাই সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন তাতে এই ভ্রমণ হয়ে ওঠে মূল্যবান্।



১৯১২ সালে শিকাগোতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা এবং মিসেস উইলিয়াম ভন মুডির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ



১৯২০ সালে, প্রিন্সটনে (নিউ জার্সি) মার্কিন গ্রন্থকার হারবার্ট অ্যাডাম্‌স্ গিবন্স-এর শিশু সন্তানদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির স্বল্পকাল পরে, ১৯১৬ সালে, তিনি যখন দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গেলেন, তখন তাঁর সাহিত্য খ্যাতি পূর্ণ গৌরবে সমুজ্জ্বল। যাঁর কাব্য ও



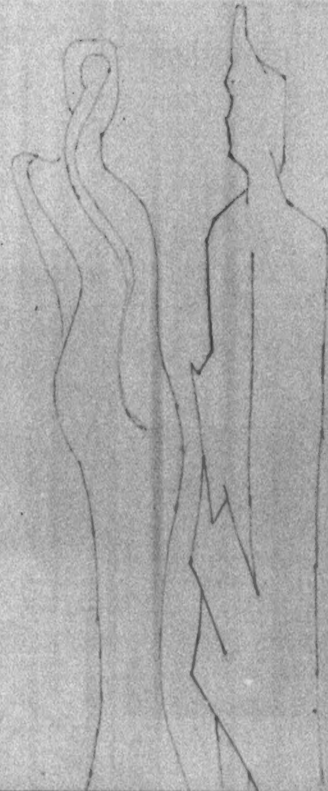
১৯৩০ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত স্বীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ



ব্যক্তিত্ব পূর্বেই আমেরিকাবাসী বহুলোকের অন্তঃকরণে জাগিয়ে রেখেছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, তারা তখন তাঁকে জানালো সপ্রেম অভ্যর্থনা। তিনি আমেরিকার বেশ কয়েকটি বড় শহর, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং সর্বত্রই সাক্ষাৎ করেন অনুরক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সংগে। এই বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভাশালী অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির সম্বন্ধে নানা সংবাদ, প্রবন্ধ, তাঁর আলোকচিত্র, তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের বিবরণ এবং তাঁর রচনাবলীর প্রশংসাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় আমেরিকার সর্বত্র সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদিতে। বাস্তবিকই, অন্য চার বারের ভ্রমণের তুলনায় তাঁর দ্বিতীয় বার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময়েই আমেরিকাবাসী রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্ হৃদয়ংগম করতে পেরেছিল কেবল ভারতের প্রাচীন সভ্যতার একজন প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বিশ্বের স্বাধীন মানবাত্মার প্রতিভূরূপেও।

রবীন্দ্রনাথ আরও তিনবার আমেরিকা পরিদর্শনে গিয়েছেন : ১৯২০-২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট হুভারের সংগে সাক্ষাৎ করেন হোয়াইট হাউসে, ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে। নিউ ইয়র্কে কবির সম্মানার্থে আয়োজিত এক প্রীতি-ভোজে উপস্থিত ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট কুলিজসহ আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে তিনি একটি অভিভাষণ দান করেন। আমেরিকার আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা তাঁকে

নরনারী : ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত লাইন ড্রয়িং। অ্যালকেডের (নিউ মেক্সিকো) মিসেস নিনা পেরেরা কলিয়ারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

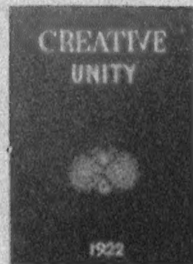


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পর সম্যক্ উপলব্ধির প্রতীকরূপে অভিবাদন জানিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের আন্তর্জাতিক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠন বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে তাঁর আবেদনে তাঁরা সাড়া দেন সাগ্রহেই।

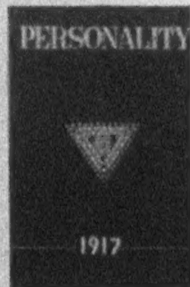
যে ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে আমেরিকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন, তাঁর ১৯৩০ সালের শেষ পরিদর্শনের সময়ে তা আরো অনেক বেড়ে যায়। তিনি জনসাধারণের কাছে তাঁর শেষ দর্শন দেন বিদায়ের প্রাক্কালে নিউ ইয়র্কের ব্রড্ওয়ে থিয়েটারে। সেখানে মার্কিন নর্তকী রুথ সেণ্ট-ডেনিস ও তাঁর সম্প্রদায় নৃত্য পরিবেশন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। ঐ অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ কবি দান করেন একটি দাতব্য ভাণ্ডারে। তারপর, ১৯৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে তিনি স্বদেশ ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। আমেরিকায় আর কখনও তিনি ফিরে আসেননি, কিন্তু স্বাধীন, মুক্ত মানুষের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা দ্বারা আমেরিকাবাসীদের মনে তিনি প্রেরণা সঞ্চার এবং সেই আদর্শে তাদের নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

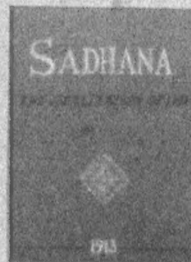
যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী





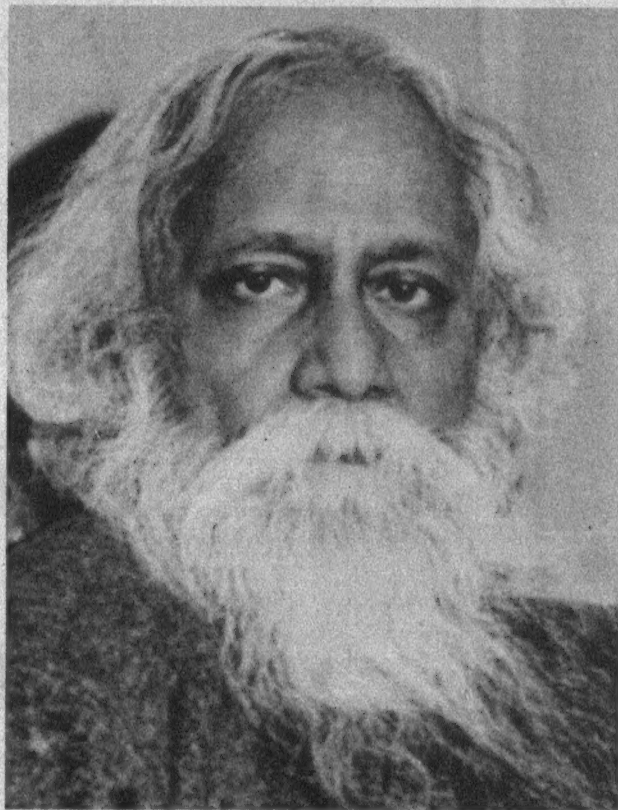






ইংরেজীতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই

ফ্রুট গ্যাদারিং—বিভিন্ন কবিতার অনুবাদ
চিত্রা
সংস অব কবীর—কবীরের দোঁহা
শ্যামলী
ফোর চ্যাপ্টারস—'চার অধ্যায়'
গোরা
স্ট্রে বার্ডস—কবিতাসমষ্টি
রেড ওলিয়্যান্ডার্স—'রক্তকরবী'
মাই বয়হুড ডেজ—'ছেলেবেলা'
রেমিনিসেনসেজ—'জীবনস্মৃতি'
গীতাঞ্জলি
দি ক্রেসেন্ট মুন : চাইল্ড পোয়েমস—'শিশু'
দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার—'রাজা'
হাংগ্রী স্টোনস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ—'ক্ষুধিত পাষাণ' ও অন্যান্য গল্প
দি প্যারট্স ট্রেনিং অ্যান্ড আদার স্টোরিজ—'তোতা কাহিনী' এবং অন্যান্য গল্প
স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড আদার প্লেজ—'বিসর্জন' ও অন্যান্য নাটক
মাসী অ্যান্ড আদার স্টোরিজ—মাসী ও অন্যান্য গল্প
দি গার্ডনার—বিভিন্ন কবিতার অনুবাদ
দি পোস্ট অফিস—'ডাকঘর'
গ্লিম্পসেজ অব বেঙ্গল—'ছিন্নপত্রের' কতগুলি চিঠির অনুবাদ।



কবির দৃষ্টিতে আমেরিকা



"আমেরিকার রয়েছে যৌবনের রূপ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ শেষ পর্যন্ত তা এখানে দেখতে পাওয়া যাবে।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিউ ইয়র্ক, ১৮ই নভেম্বর, ১৯১৬)



"আমাদের সকলের সব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমস্যা আজ মিলে এক চরম বিশ্বরাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এবং আমার বিশ্বাস সেই সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সকলেরই প্রয়োজন হবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রকে আমি আধ্যাত্মিকতাবাদী মানুষের শেষ আশ্রয় বলে মনে করি।"

(১৯৪০ সালের জুন মাসে কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্টের কাছে প্রেরিত তারবার্তা)



মার্কিন দার্শনিক এবং গ্রন্থকার উইল ডুরাণ্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক কাজের সাহসিকতার প্রশংসা করেন শিক্ষাবিদগণ......

গুরুদেব,

আপনার শিষ্যদের কাছে খুবই প্রিয় এই নামেই আমরা আপনাকে সম্বোধন করতে চাইছি। আপনি যে কেবল একজন কবি এবং শিক্ষক নন, পরমাত্মার মূর্ত প্রকাশ, এই নামের দ্বারা তাঁরা তাঁদের সেই ধারণাকেই ব্যক্ত করেছেন। বহু দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন, আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি এসেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার প্রতিবন্ধকগুলোকে ভেঙ্গে দেবার কাজে সহায়তা করবার জন্যে। আমাদের যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সুপ্রযুক্ত করা হলে দারিদ্র্যকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভবপর ভারত আমাদের কাছ থেকে সে সমস্ত গ্রহণ করবে আর আমরা ভারতের কাছ থেকে তার পরমত-সহিষ্ণু জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক শান্তির কিছুটা শিক্ষা লাভ করতে পারবো।

আমাদের দেশ থেকে আপনার বিদায় ক্ষণে আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি। আমরা অনুভব করছি যে, আপনার সংগে সাক্ষাৎলাভের ফলে আমাদের অনেক মালিন্য দূর হয়েছে, আমাদের মধ্যে মহত্তর অনুভূতির স্ফূরণ ঘটেছে, এখনও মানুষ আমাদের যৌবনের উচ্চতম আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে—এই বিশ্বাস আমরা নতুন করে লাভ করেছি। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা ছিলাম বিশ্বনিন্দুক, মনে করতাম সমস্ত আদর্শই মিথ্যা, সমস্ত আশাই বৃথা। কিন্তু আপনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, আমরা ছিলাম ভ্রান্ত; ন্যায় এবং পশু শক্তির মধ্যে সংগ্রাম এখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি...আপনার কাব্যের মদিরা ও সংগীত এবং আপনার জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণ ও মহিমা প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শবাদের খানিকটা আমাদের রক্তে মিশিয়ে দিয়েছে।

উইল ডুরাণ্ট

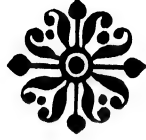


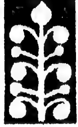
রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আবক্ষমূর্তি নির্মাণ কার্যে রত ভাস্কর আর্নেস্ট ডুরিগের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে



১৯১৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ দেহসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন আমেরিকার শিল্পীবৃন্দ...





" আমরা যখন বলি যে, আমেবিকা জড়বাদী তখন স্পষ্টতঃ বোঝা যায, কথাটা ষোল আনা সত্য নয়। আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক প্রবল প্রবাহ মার্কিন মানসের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা নদীব মত বযে যাচ্ছে।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, ইস্ট টু ওযেস্ট" আটলান্টিক মাসিক পত্রিকা, জুন, ১৯২৭)



"জীবনেব আধ্যাত্মিক আদর্শেব দিকটা আমেরিকায অনুসবণ করা হয বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক পৃথিবীর আর কোথাও এবূপ দেখা যায না। ধনোৎপাদন তার অন্তর্দৃষ্টিকে বাধা না দিয়ে একটি সৃজনমুখী গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাব কল্পনাকে কবেছে বন্ধনমুক্ত, যে গণতন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওযা যাবে মানবাত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মার্কিন সভ্যতার এই অভিযান খুঁজে বেব করবে তার আত্মপ্রকাশেব চিব নতুন পথগুলোকে, মানবজাতির কল্যাণ সাধনেব জন্যে আমেবিকা নিয়োগ কববে তাব বাস্তব সম্পদকে বোগমাবীকে জয কবে এবং বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রা প্রণালীকে চাবিদিকে ছড়িযে দিয়ে, যার সুফল পবিব্যাপ্ত হবে তাব ভৌগোলিক সীমানারও বাইরে বহুদূর পর্যন্ত।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩১)





মার্কিন নর্তকী রুথ সেণ্ট ডেনিসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে স্থানীয় একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে কবি মিস্ ডেনিসের সঙ্গে নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তির এক অনুষ্ঠান করেন। দক্ষিণে : ১৯১৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের সিরেকিউজ (নিউ ইয়র্ক) পোস্ট স্ট্যাণ্ডার্ড-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র



পদার্থ বিদ্যার জন্যে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫০); ১৯৩০ সালে শেষবার আমেরিকা সফরকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

"তাঁরা দুজন (রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইন) যখন একটি সোফার উপরেই পাশাপাশি বসেছিলেন, তখন মনে হল, তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের সুরটাই যেন উপলব্ধি করছি; যেন কয়েকটি সুরের ভিতর দিয়ে মূল ঐক্যের ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যাচ্ছে। ...তাঁরা আলাদা রাস্তায় চললেও নিশ্চয়ই তাঁদের গন্তব্য পথের শেষ বা চরম লক্ষ্য একই। এই যে অদৃশ্য বন্ধন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই মহাপুরুষকে সংযুক্ত করেছে তা হলো অনন্ত ও শাশ্বতের কাছে ব্যক্তিগত আত্মসমর্পণ।"

—গার্টরুড এমার্সন সেন

নোবেল পুরস্কার বিজয়িগণ রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন জানাচ্ছেন



জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯১৯ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট (১৯১৩—২১) উড্রো উইলসন (১৮৫৬—১৯২৪); রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবার প্রস্তাব করেন।

"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) বাণী হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ অথচ গভীর, রম্য অথচ ধ্রুব, আনন্দদায়ক অথচ তীক্ষ্ম; সর্বোপরি, তাঁর এই বাণীকে সৌন্দর্যে ভূষিত হতে হবে, যাতে জাতিগত সর্বপ্রকার ব্যবধান, বিশেষ ভাবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেকার ব্যবধান সে অতিক্রম করতে পারে।... তা হলেই সেই বাণী হবে সহজ ও অমোঘ।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে একজন লোকোত্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তি, দার্শনিক, মানবতাবাদী এবং শিক্ষাগুরু। প্রতিভার সমস্ত প্রয়োজনই মিটেছে তাঁর আবির্ভাবে।"

—জেন অ্যাডামস্

শিকাগোস্থিত হাল হাউসের বিখ্যাত মার্কিন সমাজ সেবিকা জেন অ্যাডামস্ (১৮৬০—১৯৩৫)। তিনি ১৯৩১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।



"এক প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ ব্যাপ্ত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে, এই বোধ তাঁর রচনাকে করেছে উন্নত আর করেছে প্রত্যেকের কাছেই বোধগম্য···তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, যখন সৌজন্য ও সৌন্দর্য ফুলের মত বিকশিত হবে অনুপ্রাণিত প্রেম থেকে···এই বিক্ষুব্ধ বিশ্বে তাঁকে মনে করা এবং তাঁর সেই সৌন্দর্যের বাণী পুনরায় স্মরণ করা শ্রেয়।"

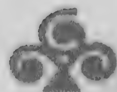
—পার্ল বাক



১৯৩০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লিউইস (১৮৮৫—১৯৫১) 'দি গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-এ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।



জনপ্রিয় মার্কিন ঔপন্যাসিক এবং ১৯৩৮ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পার্ল বাক



হেলেন কেলারের সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথ

প্রিয় বন্ধু,

...আমাদের চিন্তাধারা যখন আপনার মহৎ এবং নিপুণ রচনাকে অনুরাগ ভরে ঘিরে থাকে, তখন আমরা উদ্যম ও শ্রদ্ধার এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই। আপনার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের চিত্ত-ভূমির কর্ষণকে গভীরতর করতে হবে, তা থেকেই বেরিয়ে আসবে প্রেরণার অধিকতর মূল্যবান নানা ফসল।

কবির মধুর নিঃসঙ্গ জীবনে আপনার সমকালীন মানুষের হৃদয় ভালো করে দেখে তাদের নিজেদের সৃষ্ট অপদেবতাদের কবল থেকে ত্রাণের উপায় খুঁজে বের করবার জন্যে আপনি শুনেছিলেন একটি দৈব বাণী। আপনি মানুষের যে জনাকীর্ণ বাসস্থানে প্রবেশ করেছেন সেখানে রয়েছে তিক্ত সংগ্রাম আর গভীর অজ্ঞতা। ছোট ছোট শিশুদিগকে আপনি হাতে ধরে নিয়ে গিয়েছেন আনন্দের উদ্যানে এবং তাঁদের শিখিয়েছেন যা কিছু সুন্দর তার সঙ্গে সহানুভূতি সহ বাস করতে আর যা কিছু ভালোবাসার যোগ্য তাকে ভালোবাসতে।

আবার সেই বাণী আপনাকে প্রেরণা দিয়েছে জ্ঞানের অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে। মানুষ যেখানে অপরিচিত এবং শত্রুর ন্যায় বসবাস করে আপনি সেখানে পর্যবেক্ষণের চোখ নিয়ে এবং ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে শুনবার মত কান নিয়ে ভ্রমণ করে লক্ষ্য করেছেন অনৈক্যের গতিকে, কুসংস্কারের অন্ধকারকে এবং ঘৃণার বধিরতাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে এবং ধৈর্যসহকারে তাকিয়ে থেকে আপনি মানব প্রকৃতিতে লুক্কায়িত প্রেমের গতিশীল শক্তিকেও পেয়েছেন দেখতে...কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলে, এই শক্তিই তাদের আত্মবিনাশের জীবনকে রূপান্তরিত করবে সৃষ্টিক্ষম কর্ম ও শান্তির জীবনে। ভীতির আইন কানুনের এই পৃথিবীতে আপনি হলেন নিয়ম শৃঙ্খলা ও প্রেমধর্মের উদ্‌গাতা।

বিশ্বভারতীতে আপনার বিদ্যালয়টি হলো মহৎ সভ্যতার একটি উজ্জ্বল স্বীকৃতি। কারণ এটি হলো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক মিলন ক্ষেত্র। ব্যক্তি ও জাতিসমূহের সত্যিকারের যে সুখশান্তি মানবজাতির উচ্চতম মঙ্গল সাধনের দ্বারাই প্রমাণিত হয়, আপনি সেখানে সেই সহানুভূতি এবং শুভেচ্ছার বাস্তবপাঠ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যখন এই পরম সত্যধর্ম সম্বন্ধে মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে, তখন যে স্বপ্নের কথা সমস্ত শ্রেষ্ঠ আচার্য যুগযুগ ধরে বলে এসেছেন তা সত্য হয়ে দেখা দেবে : যুদ্ধবিগ্রহাদি হয়ে যাবে নিঃশেষ, মানুষ থাকবে বেঁচে, সে পাবে এ সমস্ত অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু...তার দেশের বদলে পাবে সারা পৃথিবীটাকে, তার আশার জায়গায় পাবে সম্পূর্ণ স্বর্গলোককে।

আমাদের ক্ষণস্থায়ী অথচ মূল্যবান্ কয়েকটি মুহূর্তের প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি এবং আমার হাতে আপনার হাত থাকার অনুভূতিসহ,

আপনার বিশ্বস্ত ও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ

হেলেন কেলার

"···নববর্ষ দিবসের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র এবং সুন্দরী পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন এবং শীতকালের মধ্যে তিনি এখানে দর্শন দিলেন তিন চারবার। এটি কবির নোবেল পুরস্কার লাভের এক বছর পূর্বেকার এবং তার সমস্ত প্রচারের পূর্বের ঘটনা। কাজেই আমরা কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, বিশ্বের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের সান্নিধ্য লাভের পথে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মিসেস মুডির ঘরে অগ্নিকুন্ডকে ঘিরে প্রতিদিন বসত আমাদের আসর। কবি বাংলায় তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন, কখনো বা ঐগুলির ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করতেন, আমরা শুনতাম। আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হতো, যেন আমরা প্রাচ্যের কোনো প্রাচীন ঋষির চরণপ্রান্তে বসে রয়েছি—যাঁর মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্যের উদার প্রকাশ। তিনি তাঁর জন্মভূমির কথা এবং সেই বিরাট শব্দ ভারতবর্ষের—'ইন্ডিয়া'র—অর্থের কথা বলতেন। আর বলতেন পৃথিবীর শাসক শক্তিবর্গের অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়ে তাঁর আশার কথা।"

—হ্যারিয়েট মনরো



পোয়েট্রি পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরো (১৮৬০—১৯৩৬); ইনিই সর্বপ্রথম আমেরিকাতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে ছয়টি কবিতা প্রকাশ করেন ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

বিখ্যাত মার্কিন কবি এজরা পাউন্ড। তিনি লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কয়েকটি কবিতা পোয়েট্রি পত্রিকায় প্রকাশার্থ পেশ করার জন্যে অনুমতি দিতে কবিকে সম্মত করান।



তাঁর গুণরাজি ও বাগ্মীতার জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আমেরিকার কবি ও লেখকবৃন্দ।

তবু যাহা হলো সারা
তাহা সারা নয়,
যাহা চলে গেছে ভাবি—
আমাদের স্বপ্ন একে একে
পুনরায় গড়ে তাহাদেরে।
বস্তুপুঞ্জে ঢেকে দেয় যে কুয়াশা আকারবিহীন
তাই হতে গড়ে শূন্য অপূর্ব প্রতিমা।
ঘোরে বৃত্ত,
ছোট্ট সেই বৃত্তখানি প্রসারিত হয়
যতক্ষণ মানুষের আবির্ভাব না হয় আবার।

'সার্কেল' নামক কবিতা থেকে অনূদিত

মার্কিন কবি মার্গারেট উইডেমার



যা ছিল বাঁকাচোরা তা সোজা হলো,
যা হয়েছিল পরাজিত, তা যুক্ত হলো
বিজয়ীর সঙ্গে।
যা ছিল সুন্দর, তা মিলল
অবিন্যস্তের সঙ্গে।
তারপর আবার পৃথক হলো
এবং আবার বাঁকল—চুরল,
অথবা আবার সোজা হলো।

'দি প্রোসেস' নামক কবিতা থেকে অনূদিত

মার্কিন ঔপন্যাসিক থিওডোর ড্রাইজার

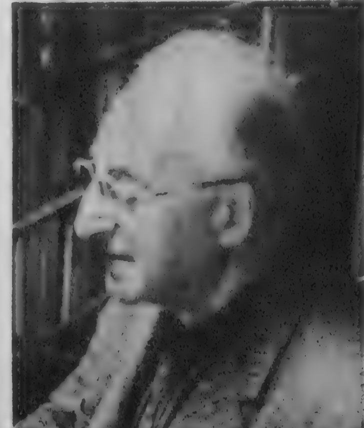


কে তুমি এমন, হে মরকায়া
যে, চিন্তার মিনার, আকাশ লুণ্ঠন করা স্বপ্ন
আর আদর্শ প্রেমের সাম্রাজ্য করো দাবী?

যে বাসায় তুমি বাঁধা
পাঁচটি মাত্র তা থেকে পালাবার দ্বার,
আনন্দের পাঁচটি পথ, আর পাঁচটিই যথেষ্ট

'দি ডিভাইডেড ক্লে' নামক কবিতা থেকে অনূদিত

মার্কিন কবি লুই আণ্টারমেয়ার



রবীন্দ্রনাথ

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার
জাগিবে তখনি।

—'জন্ম দিনে'

হুইটম্যান

কহে মোরে সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—
এসো তুমি, শোনাও আমারে সেই গান
কোনো কবি গাহে নাই যাহা,
শোনাও আমারে বিশ্বমানবের গান।

—"সং অব দি ইউনিভার্সাল" থেকে অনূদিত

রবীন্দ্রনাথ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ!
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

—'নৈবেদ্য'

রবীন্দ্রনাথ এবং হুইটম্যান





রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যা কিছু মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন ভারতে তার সমন্বয় সাধনের জন্যেই তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি লিখে-ছিলেন, মানব সমাজে যা কিছু মহৎ ও সত্য তা সর্বদাই রয়েছে আমাদের দ্বারদেশে, আমাদেরই নিমন্ত্রণের অপেক্ষায়। এটি কোন দেশের জিনিস সে প্রশ্নে আমাদের দরকার নেই। একে শুধু অভ্যর্থনা জানাতে হবে আমাদের ঘরে।

গোলার্ধের অপর দিকে, হুইটম্যান, এমারসন এবং থোরোর ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন লেখকগণ ভারতের শাশ্বত সাহিত্যের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের রচনাবলীতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ভারতের ভাবধারা। তা অনুকরণ নয়, স্বাভাবিক সমন্বয়ের অনুরণন।

কাল এবং দেশের যে দূরত্ব মানুষকে পরস্পর আলাদা করে রাখে, মানবাত্মার ঐক্যবোধ সেই দূরত্বকে বিদূরিত করে। এই মানবিকতাই সমস্ত মানবজাতিকে এক করে রাখে এবং এটাই হল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের যথার্থ ভিত্তি, যে মিলন রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছিলেন ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে।

হুইটম্যান

এসো তুমি, তোমা লাগি আমি
রাখিব অটুট নিত্য এই মহাদেশ,
যেথায় গড়িব এক সুমহান জাতি
যেমন জন্মেনি আগে আমাদের এই সূর্যালোকে
গড়িব যে দিব্যদেশ সবারে করিবে আকর্ষণ
সাথীদের ভালবাসা দিয়ে
বন্ধুদের চিরস্থায়ী ভালবাসা দিয়ে
যত নদী বহে এই মার্কিন মুলুকে
তীরে তীরে যথা তার ঘন তরুরাজি
তেমনি বন্ধুত্ব আমি করিব বপন
ঘুচিবে সকল ভেদ নগরে নগরে
গণতন্ত্র, তব তরে, এ মোর পরম নিবেদন
তোমা লাগি হে জননী, ওঠে মোর সংগীত নির্ঝর।

—"ফর ইউ ও ডেমোক্রেসি" থেকে অনূদিত

রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীনতার বিকাশের ইতিহাস মানুষে মানুষে প্রেমের পূর্ণতারই ইতিহাস।

—'দি রিলিজিয়ান অব ম্যান' থেকে অনূদিত

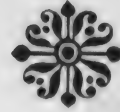
হুইটম্যান

দেশে দেশে আর যুগে যুগে মানুষের পরম পরিত্রাতারূপে যাঁদের আবির্ভাব তাঁদের উপদেশ ও আদর্শের মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে গভীর ও প্রেমমধুর বন্ধুত্ব, ব্যক্তিগত ও আবেগচঞ্চল অনুরাগ—যার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন।

—"ডেমোক্রেটিক ভিস্টাস" থেকে অনূদিত



বিখ্যাত মার্কিন প্রবন্ধকার ও কবি
র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন (১৮০৩-৮২)



ব্রহ্ম

ভাবে রেড ইণ্ডিয়ান,
হত্যা যে করেছে সে ত সেই,
নিহত যে হলো,
সেও ভাবে বুঝি সেই গেল মারা।
গতি, স্থিতি আর পুনরাবর্তনের সূক্ষ্ম ধারা
রচিয়াছি যাহা আমি,
কেহ ওরা বোঝে না মোটেই ॥

স্মরণের পরপারে, সুদূরে যা সকলই আমার
একান্ত নিকটে। আলো ছায়া যত, সকলই সমান,
অদৃশ্য দেবতাকুল আমার সম্মুখে দীপ্যমান,
সবই এক মোর কাছে, নাই ভেদ খ্যাতি ও লজ্জার ॥

যারা মোরে রাখে দূরে, ডেকে আনে তারা অকল্যাণ,
আমি ছুটে যাই কাছে যারা মোরে কাছে পেতে চায়।
আমি সে সন্দিগ্ধমনা, আমিই সন্দেহ ভাবনায়,
ব্রাহ্মণের কণ্ঠে আমি উচ্চারিত স্তব মন্ত্র গান ॥

বীর্যবান দেবকুল তপোমগ্ন আমার সন্ধানে,
পুণ্য সপ্তঋষিবর্গ বৃথা ধ্যানমগ্ন তপস্যায়,
হে নম্র কল্যাণকামী, তুমি শুধু জেনেছ আমায়
তাই তুচ্ছ করিয়াছ, চাহ নাই ফিরে স্বর্গপানে ॥

—র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন

(ইংরেজী থেকে অনূদিত)

আমি বনে গিয়েছিলাম কারণ, আমি বাঁচার মতো বাঁচতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম জীবনের যা কিছু মূল সত্য তাদের মুখোমুখি হতে, দেখতে চেয়েছিলাম জীবনের যা কিছু শেখবার আছে তা শিখতে পারি কিনা যাতে মরণ যখন আসবে তখন যেন আবিষ্কার করতে না হয় যে আমি আদৌ বাঁচিনি।

—থোরো, **'ওয়ালডেন'**

প্রাচীন ভারতের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক ঘোষিত সম্পূর্ণতা লাভের এই আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের মনে প্রবল হয়ে রয়েছে।

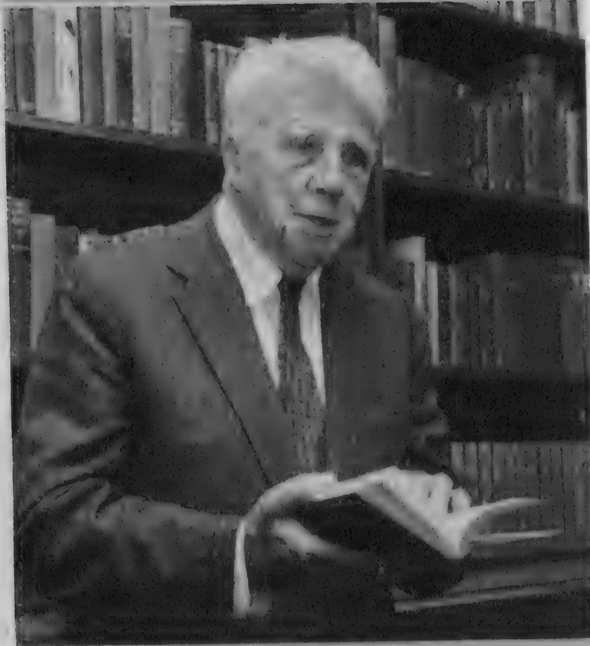
—রবীন্দ্রনাথ, **'তপোবন'**

যতক্ষণ না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে তার চেয়ে মহত্তর ও স্বতন্ত্র শক্তি বলে স্বীকার করে নিয়ে একথা মেনে নিচ্ছে যে, সেই শক্তি থেকেই তার নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উদ্‌ভূত, এবং ব্যক্তির সঙ্গে তদনুযায়ী আচরণ করে, ততক্ষণ যথার্থ স্বাধীন, শ্রেয়োবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের আবির্ভাব কখনও হবে না।

—থোরো, **"সিভিল ডিসওবিডেয়েন্স"**



বিখ্যাত মার্কিন লেখক এবং প্রকৃতিবিষয়ক দার্শনিক হেন্‌রি ডেভিড থোরো (১৮১৭-৬২)



বিখ্যাত মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট। সম্প্রতি ইনি নিউ ইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে আমেরিকাবাসীদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আমেরিকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব

১৯৩৮ সালে অর্থাৎ কবির শেষবারের যুক্তরাষ্ট্র সফরের পরবর্তী বছরে আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হয়ে নিউ ইয়র্কে সর্বপ্রথম আমেরিকান টেগোর কমিটি স্থাপন করেন। উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করবেন এবং শিক্ষায় বিশ্বজনীনতার প্রতীকরূপে এই প্রতিষ্ঠান যে খ্যাতি অর্জন করেছে তাকে এভাবে আরও ছড়িয়ে দেবেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন, এই প্রতিষ্ঠানেই রূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ

শাশ্বত কবিতা। এখন আবার বত্রিশ বছর পরে, ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সংগে মিলিত হয়ে কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় স্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সমিতি।

পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ নরম্যান ব্রাউন উক্ত সমিতির সভাপতি, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখার্জি কার্যকরী সম্পাদক, আর স্যাটারডে রিভিয়ু পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নরম্যান কাজিন্‌স ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক পার্ল বাক রয়েছেন এর সম্মানিত সভাপতি হিসেবে। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী এর উপ-সভাপতি।

এছাড়া, কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর স্মৃতিকে স্থায়ী করার জন্যে নানা রাজ্যে এবং যে সব শহরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই সব শহরে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সমিতি স্থাপিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক, কিছু কিছু রচনা ও শিল্পকর্ম আমেরিকায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে আমেরিকায় তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কবির পরিচয় ব্যাপকতর হবে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাষায় বলা যায় তাঁর প্রতিভা, তাঁর রচনা-শৈলীর মহত্ত্ব এবং তাঁর আত্মিক চেতনার গভীরতা ও ঐশ্বর্য

প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং আমেরিকার রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নরম্যান ব্রাউন। সম্প্রতি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে 'জ্ঞানরত্নাকর' উপাধিদ্বারা ভূষিত করা হয়।





স্যাটারডে রিভিয়ু পত্রিকার সম্পাদক ও আমেরিকার রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সমিতির সম্মানিত সভাপতি মিঃ নরম্যান কাজিন্‌স ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্প্রতি মিঃ কাজিন্‌স কলিকাতা সফরে এলে উভয়ের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

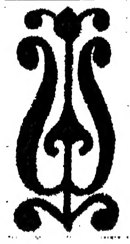


ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী

যাতে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শ্রোতৃ ও পাঠকমণ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি নিউ ইয়র্কে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। সমালোচকগণ এবং জনসাধারণ উভয়েই এটা বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেছেন। দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যূন ছ' বছর ব্যাপী, প্রতি বছর এক বাৎসরিক রবীন্দ্র বক্তৃতামালা কর্মসূচী অনুযায়ী বহু বিশিষ্ট বিশ্বজন আমেরিকায় এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সম্প্রতি শিকাগোতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সভায় ভারত ও আমেরিকার বহু রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত প্রথম আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রিচার্ড এল, পার্ক। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিষয়ক দ্বিতীয় আলোচনা সভায়



রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে একদিনের জন্য নিউ ইয়র্কের টাইম্‌স স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে টেগোর স্কোয়ার। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন : (বাম থেকে দক্ষিণে) ভারতের নিউ ইয়র্কস্থিত কন্সাল জেনারেল মিঃ এস, কে, রায়, চিত্রতারকা মিস সূর্য কুমারী এবং ম্যানহ্যাটানের বরো প্রেসিডেন্ট অনারেবল এডোয়ার্ড আর, ডাডলে।



পৌরোহিত্য করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এড্ওযার্ড সি, ডিমক এবং বিখ্যাত মার্কিন কবি ববার্ট ফ্রস্ট। তিনি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বেছিলেন। এশিযা সোসাইটিব প্রেসিডেন্ট জন ডি, রকফেলাব ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত আব একটি সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই সভায প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ বাণী পাঠ কবে শোনানো হয। এশিযা হাউসেব উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রতিভার অফুরন্ত বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে সভা অনুষ্ঠিত হয তাতে বহু মার্কিন ও ভারতীয শিক্ষাব্রতী যোগদান করেন। শতবার্ষিক কর্মসূচীব অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ববীন্দ্রনাথের "কাবুলিওযালা' কাহিনীর চলচ্চিত্রও আমেবিকায প্রদর্শনেব ব্যবস্থা হয।

আমেরিকায রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উপলক্ষ্যে সাহিত্য আকাদামীব অধ্যাপক কে, কৃপালনীর রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও ডাঃ অমিয চক্রবর্তী কর্তৃক সংকলিত নির্বাচিত রবীন্দ্র সাহিত্যেব একটি তালিকা এবং কবিব অন্যান্য গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রথমবাব আমেবিকা ভ্রমণের পব থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁব রচনাবলী সম্বন্ধে আমেবিকায যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয এখন তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। পববর্তী কালে আরও কযেকবার তাঁর আমেবিকা ভ্রমণেব ফলে ববীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীরা অধিকতর পরিমাণে সচেতন হযে উঠেছেন। এ বৎসরেব রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের এই বিরাট আযোজনেব ফলে আমেরিকায ববীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জানবাব আগ্রহ আবও বৃদ্ধি পাবে এবং সে আগ্রহ ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১৩ থেকে ২১ পাতায মুদ্রিত উদ্ধৃতিগুলো গৃহীত হযেছে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'দি গোল্ডেন বুক অব টেগোব' থেকে। 'আমেরিকায ববীন্দ্রনাথ' এর যাবতীয় ছবি পাওয়া গেছে ববীন্দ্র সদনেব (বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন) সৌজন্যে।



মুদ্রক ও প্রকাশক : ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত